কালের কণ্ঠ

তারিখ ..29 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

দরকার সেই আন্দোলন

শরীফুল আলম সুমন ▷

সাম্প্রতিক সময়ে ইভ টিজিং বা যৌন হয়রানির ঘটনা আবার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে তা গড়াচ্ছে হত্যাকাণ্ডে। এর আগে ২০১০ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে একে একে ঘটতে থাকে যৌন হয়রানির নানা ঘটনা। তখন এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। তৎপর হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও। সরকারের পক্ষ থেকে মোবাইল কোর্টও পরিচালনা করা হয়। এর ফলে কমে আসে এই অপরাধের ভয়াবহতা। মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে বর্তমান সময়ে এসে প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের যৌন নির্যাতনবিরোধী কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়েছে। ফলে আবার মাথাচাড়া দিয়েছে বখাটেরা।

প্রতিনিয়তই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলেও অভিযোগ জানানোর যেন কোনো জায়গা নেই। এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মেয়ে শিক্ষার্থীরা। নির্যাতিত মেয়েটি লোকলজ্জার ভয়ে অভিভাবকদের কাছে এসব কথা বলতে পারছে না। আবার স্কুলেও যে শিক্ষকদের সঙ্গে শেয়ার করবে, সেই উপায় নেই। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদেরই উল্টো দোষারোপ করা হয়। এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছেও সহজে যাওয়ার উপায় নেই। কারণ একটি মেয়ের পক্ষে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানোটা কষ্টকর। ক্ষেত্রবিশেষে বিব্রতকরও। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, রাজধানী ঢাকা থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বখাটেদের প্রতিরোধের যেন কেউ নেই।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সমাজের অবক্ষয় ও নানা ধরনের অস্থিরতার কারণে যৌন হয়রানি বাড়ছে। প্রেম নিবেদনের পর কেউ সরি বললেই ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করার মতো ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। সমাজের সবার সঙ্গে সরকারেরও এ ক্ষেত্রে করণীয় রয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। নারী-শিশু নির্যাতনেও একই নীতি গ্রহণ করতে হবে। গত কিছুদিনের যৌন হয়রানির ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বখাটেদের বয়স ২৫ বছরের কাছাকাছি। এই বয়সের তরুণরা কেন বিপথে যাচ্ছে সরকারকে সেটা গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।'

২০১০ সালে একের পর এক যৌন হয়রানির ঘটনার প্রেক্ষাপটে সে সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যৌন নির্যাতনবিরোধী কমিটি করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে সেসবের তেমন কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

যৌন হয়রানি রোধ

- স্থগিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি, দায়িত্ব নিচ্ছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও
- নির্যাতিত মেয়েটির অভিযোগ জানানোর সহজ পথ নিশ্চিত করতে হবে
- থাকতে হবে পর্যাপ্ত হেল্পলাইন, বন্ধ করতে হবে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, যৌন নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় আবারও কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। শিগগিরই সারা দেশে সব স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে ১৫ মিনিটের প্রতীকী মানববন্ধন পালন করা হবে। এর পরপরই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সভা অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে অংশ নেবেন। আলোচনা সভায় স্থানীয়ভাবে কমিটি গঠন করে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জনমত সৃষ্টিতে প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিলের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'টিনএজরা ইদানীং ব্যাপকভাবে ফেসবুক ও ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এতে তাদের বিভিন্নজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তা বিপদও ডেকে আনছে। এ জন্য মা-বাবাকে আরো সচেতন হতে হবে। আর কোনো শিক্ষার্থী যৌন নির্যাতনের শিকার হলে প্রথমেই সে বিষয়টি শিক্ষকদের জানালে তাঁরা ব্যবস্থা নিতে পারেন।'

প্রয়োজন হেল্পলাইন : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যৌন হয়রানির শিকার হলে সহজেই যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেওয়া যায় সে জন্য তাদের পর্যাপ্ত হেল্পলাইন থাকতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। এখন সব শিক্ষার্থীর হাতেই মোবাইল ফোন রয়েছে। একজন ছাত্রী লোকলজ্জাসহ নানা কারণে থানায় না গেলেও তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টানানো পুলিশের হেল্পলাইনের ফোন নম্বরে ফোন দিতে পারবে। এসব হেল্পলাইনের নম্বর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মার্কেটের সামনেও প্রদর্শন করতে হবে। তবে বখাটেরা যত প্রভাবশালীই হোক না কেন, তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় যতই বড় হোক না কেন পুলিশের পক্ষে কোনোভাবেই তাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকদের তৎপর হতে হবে : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দেশের ৯৮ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এখনো বেসরকারি। আর এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে পর্ষদ ও গভর্নিং বডি। এসব পর্ষদের সবাই স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি। পরিচালনা পর্ষদ আন্তরিক হলে এলাকার বখাটেদের চিহ্নিত করে সহজেই ব্যবস্থা নিতে পারে। শিক্ষকরাও ছাত্রীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। কেউ যৌন হয়রানির শিকার হলে শিক্ষকরা তা জেনে পরিচালনা পর্ষদকে জানাতে পারেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, 'ইভ টিজিং প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যায়, পরিচালনা কমিটি হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে। এতে করে এলাকার গণ্যমান্য বা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা বিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছেন না। ফলে বিভিন্ন ঘটনা তাঁরা জানতেই পারছেন না। অথচ ঘটনাগুলো ঘটছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কার্যকর নেতৃত্ব থাকতে হবে।'

জোর দিতে হবে নৈতিক শিক্ষায় : দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় নীতিশিক্ষার পাঠ তেমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তরুণ শিক্ষার্থীদের নীতিশিক্ষার পাঠ দেওয়া হলে তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠবে। শিক্ষাবিদরা বলছেন, নীতিবিদ্যা মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত নিয়ে আলোচনা করে, নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। এ শিক্ষা সার্বিকভাবে তরুণদের চরিত্র গঠনে সহায়ক হতে পারে। তবে নৈতিক শিক্ষার ভিতটা পেতে হবে পরিবার থেকে।

অপসংস্কৃতির আগ্রাসন : আমাদের সমাজে এখন অপসংস্কৃতির আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও খেলাধুলার বড়ই অভাব। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এক্সট্রা কারিকুলামের অ্যাক্টিভিটিজও তেমন একটা নেই। টেলিভিশনেও কাটছাঁট ছাড়াই অবাধে দেখানো হচ্ছে নানা ধরনের সিরিয়াল। ফলে বিপথে যাচ্ছে তরুণরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানউল্লাহ বলেন, 'একটি সমাজে বিনোদন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও খেলাধুলা থাকতে হয়। এর বেশির ভাগই হারিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে এভাবে অবাধে অপসংস্কৃতির চর্চা চলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন জিপিএর পেছনে ছুটছে। তাদের খেলাধুলার দিকে নজর নেই। এ ছাড়া বখাটেদের সবাইকে দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে।'